দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 APR 2012
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

মফস্বলের শিক্ষার চালচিত্র

শিখা ব্যানার্জী

আমরা বলে থাকি শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, আরো বলে বেড়াই শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারে না। বলেছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্টও সেই একই কথা—'আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের শিক্ষিত জাতি দেব।' বাহ্ কী চমৎকার বাহারি বাণী, মনোহর উক্তি! দেখে-শুনে-জেনে মনপ্রাণ একেবারে জুড়িয়ে যায়। কিন্তু যখন ঐ বাণীগুলোর বিকৃত প্রতিফলন দেখতে পাই মফস্বলের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায়, তখন বিতৃষ্ণায় ভরে যায় সমস্ত অন্তর। যদিও দেশব্যাপীই আদর্শগত মন্দাভাব বিরাজ করছে, তবু একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে শিক্ষাগত দুরবস্থার দিকেই দৃষ্টিটা কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকে।

লাখে ২/১টা ব্যতিক্রম ছাড়া দেশব্যাপী মফস্বলের শিক্ষাভুবনের একই চালচিত্র, যা কোনভাবেই মানতে পারা যায় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে একেবারে তা জানে না তা নয়, আকস্মিক জরিপে বহুবার তারা মফস্বলের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা দর্শন করে দৃষ্টিধন্য হয়েছেন। কোথাও কোথাও অনুদান বন্ধ করেছেন, কোথাও কোথাও প্রতিষ্ঠানের এফিলিয়েশন বাতিল করেছেন। কিন্তু ঐ ছিটেফোঁটা পদক্ষেপ, যারা শিক্ষা নিয়ে দুর্নীতি করে

যাচ্ছেন, সেই মূল হোতাদের গায়ে টোকাটিও পড়ছে না। তারা বহাল তবিয়তে ছিলেন, এখনও বহাল তবিয়তেই আছেন, হয়তো বা ভবিষ্যতেও থাকবেন, যদি না সময়োচিত বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়।

মফস্বলের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল সমস্যা হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগে অস্বচ্ছতা, অর্থাৎ শুরুটাই যদি হয় দুর্নীতি দিয়ে, তাহলে শেষ হাসিটাওতো ওরাই হাসবে। যেহেতু শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের এখতিয়ার হতে আজ পর্যন্ত বের হতে পারেনি, সুতরাং পছন্দের বাছাই পর্বটা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যে বাছাইয়ে শিক্ষকের মান নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ফলে দুর্নীতির সেই বড় ফাঁক গলিয়ে অনায়াসে অশিক্ষক প্রবল প্রতাপে জাঁকিয়ে বসে। অশিক্ষক বলতে আমি এখানে বুঝিয়েছি তাদের, যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজ থাকলেও শিক্ষাদানে কোন ইচ্ছে বা উৎসাহ কোনটাই নেই। নিষ্ঠার তো প্রশ্নই আসে না। বাইরে থেকে দেখলে বোঝার কোন উপায় নেই যে এরা মনুষ্যরূপী অমানুষ। বিনা পরিশ্রমে রোজগারের উত্তমপন্থা হিসেবেই তারা এ পেশাকে বেছে নিয়েছে। স্কুলগুলোতে কিছু বেশি সময় অবস্থান করতে হয়, কিন্তু কলেজ বা মাদ্রাসায় তারা ভোগ করে অবাধ স্বাধীনতা। কোন কোনটিতে শুধু যাওয়া আর আসাতেই যেটুকু সময় নষ্ট, বাকি পড়ে থাকে অঢেল সময় ঘণ্টা, যে সময়টাতে তারা নানাবিধ ব্যবসা ফেঁদে বাড়তি ইনকাম করে এবং এসবই তখন তাদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে।

শিক্ষকতা শুধু হাজিরা খাতায়ই, সীমাবদ্ধ থাকে। কোথাও কোথাও তারা এতটাই দুর্বিনীত হয়ে ওঠে যে, প্রতিদিন স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে যাবার প্রয়োজনও মনে করে না। তবে হাজিরা খাতায় ঠিকই সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে যে তারা প্রতিদিন নিষ্ঠা সহকারে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরাও এহেন শিক্ষকদের আদর্শজ্ঞান করে এদের মতই গরহাজির থাকে। প্রতিদিন বাসা থেকে বের হয়ে বাবা-মাকে বুঝ দেয়, তারা নিয়মিত ক্লাসে যাচ্ছে, পড়ছে, দিগগজ হয়ে উঠছে। আর বাস্তবতা হচ্ছে মফস্বলের বেশিরভাগ বাবা-মা/অভিভাবকই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে কোন মাথাই ঘামায় না। পাস করলে ভাল, না করলেও কোন শোক-তাপ নেই তাদের। এভাবেই চলছে মফস্বলে শিক্ষাদান কার্যক্রম।

মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁর সদিচ্ছা, তাঁর সফলতার ছোঁয়া থেকে অনেকটাই বঞ্চিত বিধায় ভীষণভাবে মর্মাহত, আশাহত আমরা মফস্বলবাসী। মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেহাল দশা যে তিনি জানেন না তাতো নয়। নামসর্বস্ব, ফ্রেমসর্বস্ব অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে অনৈতিকভাবে সরকারি অনুদান হাতিয়ে নিচ্ছে, তাও তিনি ভালভাবেই জানেন। কিন্তু জানা এক জিনিস, আর তা সমাধানে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। যে কাজগুলো আজ পর্যন্ত মফস্বলে করা হয়ে ওঠেনি, যার ফলশ্রুতিতে মফস্বলের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশাল ফাঁকির সৃষ্টি হয়েছে, আর তার জের গিয়ে পড়ছে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর। নড়বড়ে দুর্বল ভিত নিয়ে তারা হাঁসফাঁস করছে, কিছুতেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। যারা স্কুল বা কলেজের গণ্ডি পেরোতে পারছে না, তারা অবক্ষয়ের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। আর উচ্চশিক্ষার সোপানগুলো অনায়াসে পেরিয়ে যাচ্ছে শহরকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। অথচ বাংলাদেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই মফস্বলে বাস করে। বেসরকারি স্কুল-কলেজের সংখ্যাও এদেশে সর্বাধিক।

তাই এসব দিকগুলো মোটেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। বরং অনতিবিলম্বে মফস্বলের শিক্ষার গলদগুলো খুঁজে বের করে তার সমাধানকল্পে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসা উচিত। এজন্য প্রথমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতার পরিচয় দিতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অচিরেই এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে যোগ্য-মেধাবী প্রার্থীরাই নির্বাচিত হতে পারে। বিশেষ করে প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচনে হতে হবে অত্যন্ত সতর্ক। কারণ একজন নীতিবান প্রতিষ্ঠান প্রধানই আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারেন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ক্ষেত্রে। এছাড়া বন্ধ করতে হবে ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার নিকৃষ্ট বাণিজ্য। এভাবে যদি কাজ শুরু করা যায় এবং ছন্দপতন না ঘটিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়, মফস্বলের শিক্ষার্থীরাও তাহলে মেধার বিচারে আর পিছিয়ে থাকবে না। সমান তালে ওরাও এগিয়ে যেতে পারবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। গড়ে উঠবে আদর্শ যুবসমাজ, যারা প্রকৃত অর্থেই দেশের হাল ধরবে শক্ত হাতে।

লেখক: প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা,
বাউফল কলেজ, বাউফল, পটুয়াখালী।
shikha231960@yahoo.com